রায়হানের প্রতি

এ প্রবন্ধ এক লাইনেই শেষ করে দেওয়া যায় এই বলে - 'যেহেতু রায়হান সাহেব বিবর্তনবাদের উপর আমার দেওয়া তথ্য মেনে নিয়েছেন এবং বিবর্তনের বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন' তাই আর এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক নিষ্প্রোয়জন। উনি অভিযোগ করেছেন আমি নাকি 'টাইটেল দেখেই' সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ কথা সত্য নয়। রায়হান সাহেবের লেখা আমি লাইন বাই লাইন (বা উনার ভাষায় কভার টু কভার) পড়েছি এবং উত্তর দিয়েছি। বিবর্তনকে রায়হান সাহেব 'আলাদিনস ল্যাপম' বা 'গ্রান্ডমা স্টোরি' কি বলেন নি? বলেননি যে 'ম্যাক্রো-বিবর্তন স্রেফ বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে?', কিংবা বলেন নি যে 'ম্যাক্রো-বিবর্তন কোন অবজারভেবল ফেনোমেনন নয়?' কিংবা বলেননি যে, বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা 'অন্ধ মোল্লা'দের মত কনক্লুশন ড্র করেন? আমি এগুলো নিয়েই মূলতঃ লিখেছি। কিন্তু রায়হান সাহেব এর পর বিবর্তন থেকে দূরে সরে গিয়ে ঠেলে ঠেলে আমাকে কোরানের দিকে নিয়ে যেতে চাইছেন। এ নিয়ে দু দুবার জবাব তিনি দিয়ে দিয়েছেন। আমি এ নিয়ে আর তর্ক করতে আগ্রহী নই। কি হবে তর্ক করে ? জূলকার্নাইন 'পঙ্কিল জলাশয়ে' সূর্যকে ডুবতে দেখেছেন। রায়হান যদি ওটাকে রূপক ভেবে শান্তি পেতে চান, কিংবা যখন কোরানে পরিস্কারভাবে পৃথিবীকে 'বিছানা'র সাথে তুলনা করা হয়েছে (সবার বিছানা তো সমতলই হয় বলে জানি) তখন রায়হান তার নিজের জন্য যদি স্পেশাল 'স্ফেরিকাল বেড' বানিয়ে তার উপর কার্পেট বিছিয়ে আচ্ছা মত পিঠ বাঁকিয়ে ঘুমাতে চান, তো আমার আর কি বলার আছে! জ্বীনেরা একজনের উপর আরেকজন সওয়ার হয়ে যে কানাকানি করে তা ৩৭: ০৮ খুঁজলে পাওয়া যবে। পরিস্কার লেখা আছে 'Exalted Assembly'র কথা। এখন জ্বীনেরা একজনের **ঘারের উপর** উপর সওয়ার হন নাকি **মাথার উপর** সওয়ার হয়ে 'Exalted Assembly' তৈরী করেন, তা নিয়ে রায়হান বিতর্ক করতেই পারেন। কিন্তু মূল ভাবটি তাতে কি পাল্টাচ্ছে? কানাকানি করা জ্বীনদের তাড়ানোর জন্য যে আল্লাহ উল্কাপাত ঘটান (আর সেজন্যই কি আমরা রাতের আকাশে মাঝে মধ্যে উল্কাপাত দেখি?) সেটা তো আর রাতারাতি বদলে যাচ্ছে না।

এখন কোনটা 'সঠিক ইন্টারপ্রিটেশন', কোনটা 'বেঠিক' আর কোনটা 'মিস ইন্টারপ্রিটেশন' এ নিয়ে আমরা রাত দিন তর্ক-বিতর্ক আর ঝগড়া করতে পারি, তাতে তো আর ফায়দা হবে না। এগুলো নিয়ে দিন রাত বিতর্ক করার অনেক লোক ফোরামে আছে। আমিই থেমে যাচ্ছি। রায়হান সাহেব ভেবেছেন বিবর্তন নিয়ে লেখায় আমি বুঝি রেগে গিয়েছি। না ভাই রাগি নি। তবে হতাশ হয়েছি। বিবর্তন ঠেকাতে যে বক্তব্যগুলো রায়হান দিয়েছেন তা অনেক আগেই বিজ্ঞানীরা খন্ডন করেছেন। বন্যা ঠিকই বলেছেন যে, রায়হান যে (কু)যুক্তিগুলো দিয়েছেন ওগুলো এখন কেবল ক্রিয়েশনিস্ট ওয়েব সাইটে পাওয়া যায়। শুধু ইন্টারনেটের উপর নির্ভর না করে বিবর্তনের উপর ভাল ভাল বই পত্তর গুলো যদি একটু পড়ে নিতেন তা হলে হয়ত তিনি এমনি ভাবে লিখতেন না। সেই কষ্টটুকুই বুঝি আমাদের করা হয়ে ওঠে না।

অভিজিৎ
সেপ্টেম্বর ৭, ২০০৬